৮ সেপ্টেম্বর ২০০৯ । আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস

২০১৫ সালের মধ্যে ১০০% সাক্ষরতার হার নিশ্চিত করতে হবে

সাক্ষরতা বৃদ্ধি করে ক্ষমতায়ন, নিশ্চিত করে মানবাধিকার

উন্নয়নের উপায় ও লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের সক্ষমতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধি করা। সে কারণে ক্ষমতায়ন ও সক্ষমতার সাথে শিক্ষাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। সাক্ষরতা ও শিক্ষার উন্নয়ন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই নয় বরং সামাজিক ন্যায্যতা, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, নারী-পুরুষ সমতার ওপর সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে।

১৯৬৬ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী ইউনেস্কোর আহ্বানে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হয়ে আসছে। ইউনেস্কো ২০০৩ সালে সাক্ষরতা দশক ঘোষণার পর অর্ধেক সময় পার হয়ে গেলেও পৃথিবীব্যাপী প্রতি পাঁচজনের একজন (১৫ বছরের বেশি বয়স) পড়তে বা লিখতে পারে না, যার দুই-তৃতীয়াংশই নারী। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে আমাদের প্রভূত অর্জন থাকলেও ৭৭৬ মিলিয়ন বয়স্ক মানুষ এবং ৭৫ মিলিয়ন শিশু এখনও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

প্রাথমিক শিক্ষাসহ অন্যান্য মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়: (ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা।" সংবিধানের ১৭ (খ) ধারায় বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন"।

বিগত কয়েক দশক ধরে সাক্ষরতা অর্জন এবং বয়স্ক শিক্ষার নামে যেসব প্রকল্প বা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তা অনেকাংশে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। চলতি অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত এবং নব্যসাক্ষরের শিক্ষা ধরে রাখা এবং তাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে "মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা" এবং শহরের কর্মজীবি শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)" হাতে নেয়া হয়েছে। বৃহত্তর জনগণের অংশগ্রহণ ও মতামত ছাড়া গৃহীত এসব প্রকল্প সবার জন্য কিভাবে সাক্ষরতা নিশ্চিত করবে সে ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা নেই। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বিদেশি ঋণ সাহায্যে বাস্তবায়িত উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত বিদেশি কনসালটেন্ট ও আমলানির্ভর এসব প্রকল্প শিশু ও বয়স্ক সাক্ষরতা বৃদ্ধিতে কার্যকর কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা'র দ্বিতীয় লক্ষ্য হচ্ছে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষায় নেট ভর্তির হার ১৯৯২ এর ৬০% থেকে ২০১৫'র মধ্যে ১০০% এ উন্নীত করা, প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার হার ১৯৯৪ এর ৩৮% থেকে কমিয়ে ২০১৫'র মধ্যে শূন্যে নামিয়ে আনা এবং বয়স্ক সাক্ষরতার হার ১৯৯১ সালের ৩৭% থেকে বাড়িয়ে ১০০% করার লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

কিন্তু বাস্তবচিত্র ভিন্ন কথা বলে। সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ি বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নেট ভর্তির হার ৮৭.২০%। অন্যদিকে ঝরে পড়ার হার ৩৫%। ১৫ বছরের বেশি বয়সের মানুষের ক্ষেত্রে সামগ্রিক সাক্ষরতার হার ৫৩.৬৮%, পুরুষের ক্ষেত্রে এটা ৫৮.৪৮% এবং নারীদের ক্ষেত্রে ৪৮.৮২% (বিবিএস ২০০৮)। প্রতিবছর ৮৩% ছাত্র-ছাত্রী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তি হয় মাত্র ১৭%। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ছাত্র অনুপাত হচ্ছে ১:৫৪ (২০০৩); মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ছাত্র অনুপাত ১:৩৯ (২০০৩); কলেজে শিক্ষক ছাত্র অনুপাত ১:২০ (২০০৩)। এই অবস্থায় ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশের পক্ষে ১০০% সাক্ষরতা অর্জন সম্ভব নয়।

আমাদের দেশের সাধারণ জনগণের একটি বড় অংশই "দারিদ্র্যসীমার" নীচে বাস করে। যে সমস্ত ছেলেমেয়ে প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির সুযোগ পায়নি তাদের বেশিরভাগই দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। এছাড়া শিক্ষায় আমাদের যে অবকাঠামো আছে তাতে দেখা যাচ্ছে, ২০০৯ সালেও প্রায় ১৮ লক্ষ শিশু প্রাথমিক শিক্ষার আওতার বাইরে থাকবে। গ্রামের ৪০ লক্ষ শিশু এবং শহরের বস্তিবাসী ৩০ লাখ শিশু এখনও শিক্ষা সুবিধার বাইরে আছে, ২ লাখের বেশি শিশু প্রাথমিক শিক্ষা শেষে দারিদ্র্যের কারণে উপার্জনমুখী কাজে নিয়োজিত হয়।

বাদ পড়া শিশুদের শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করলেও তা দরিদ্রতার কারণে গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শিশুদের ঝরে পড়া রোধ করতে এবং বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমের গতি বৃদ্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে। সর্বোপরি শিক্ষা কার্যক্রমের ওপর সঠিক মনিটরিং না থাকায় প্রাথমিক শিক্ষায় মানসম্মত শিক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা যায় নি।

এ সমস্যাসমূহ মোকাবেলায় বাজেটে শিক্ষার বরাদ্দ বছর বছর কমছে। দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলসহ চর, হাওড়, মঙ্গা ও নদী ভাঙন এলাকায় বসবাসরত দরিদ্র, প্রান্তিক ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতি রয়েছে বঞ্চনা ও বৈষম্য। এসব আঞ্চলিক সমস্যার আলোকে নেয়া হয়নি কোন দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ ও পরিকল্পনা। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ ছিল ১৫.৯%; ২০০৯-২০১০ এ দাঁড়িয়েছে ১২.৬%। চলতি বছরের বাজেটে (২০০৯-১০) শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে ১৪,৩৮৭ কোটি টাকা দেয়া হয়েছে। বরাদ্দের দিক থেকে এটি দ্বিতীয়।

গত কয়েক বছরের ধারাবাহিকতায় ঋণের সুদ পরিশোধ সর্বোচ্চ ব্যয়ের খাতে পরিণত হয়েছে। চলতি অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক দেনার সুদ ও আসল পরিশোধের ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫,৮০৮ কোটি টাকা। ফলে সংকুচিত হচ্ছে শিক্ষার ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রধান যে সমস্যাগুলো রয়েছে যেমন- মানসম্মত শিক্ষা, ঝরে পড়া, গ্রাম-শহর পার্থক্য, বিভিন্ন ধারার শিক্ষা ও পার্থক্যকরণ, বেসরকারিকরণ ও পণ্যায়ন, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি এ বিষয়গুলো বাজেটে সার্বিকভাবে বিবেচনায় নেয়া হয়নি।

বাংলাদেশে ব্যক্তিগত ও সরকারি খাত মিলে জাতীয় আয়ের ২.২% শিক্ষা খাতে ব্যয় হয়। ভারতে জাতীয় আয়ের ৩.৩% এবং নেপালে ৩.৪% শিক্ষা খাতে ব্যয় হয়। সাক্ষরতা বৃদ্ধিতে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজন প্রাথমিক ও গণশিক্ষার ক্ষেত্রে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি ও উপযুক্ত কর্মপরিকল্পনা। অন্যদিকে আমরা লক্ষ্য করছি যে, আমাদের জাতীয় পরিকল্পনা এবং বাজেট বরাদ্দে সাক্ষরতা বৃদ্ধির বিষয়টি অগ্রাধিকার তালিকায় থাকছে না। জনগণকে সাক্ষরতার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রেখে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনাই সার্থক ও সফল হতে পারে না। এটা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার অধিকারকে সাংবিধানিকভাবেই মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া।

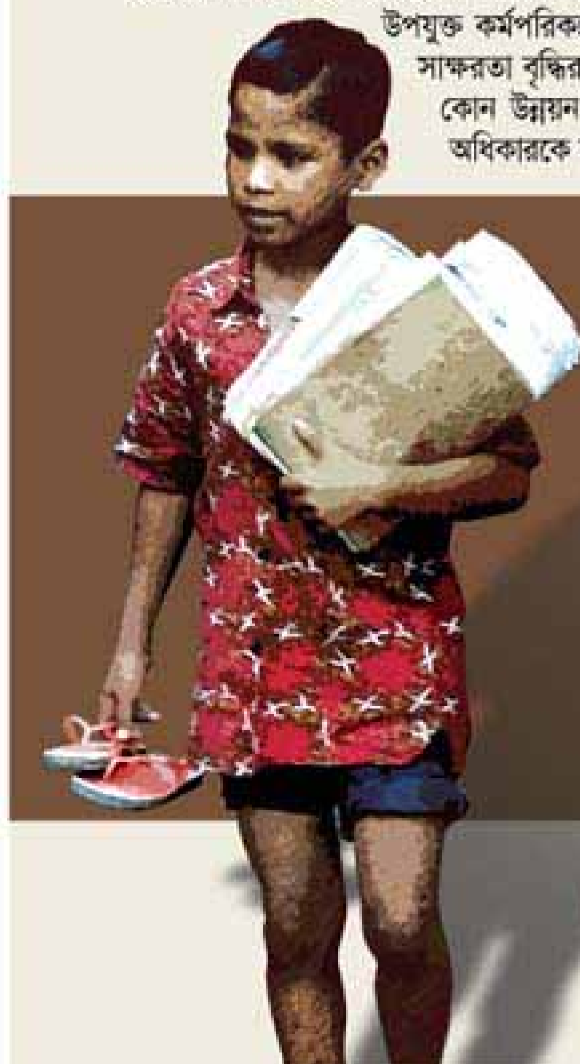

সাক্ষরতা দিবসে আমাদের দাবিগুলো হচ্ছে:

- শিক্ষার অধিকারকে সাংবিধানিকভাবে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে;
- ২০১৫ সালের মধ্যে ১০০% সাক্ষরতার হার নিশ্চিত করতে যথোপযুক্ত কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে;
- বয়স্ক সাক্ষরতা বাড়ানো ও তা ধরে রাখার জন্য গ্রামের জীবন-জীবিকা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিটি গ্রামে ১টি করে লোক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে;
- সাক্ষরতা বৃদ্ধি ও নব্য সাক্ষরদের শিক্ষা ধরে রাখার জন্য পরিচালিত উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষায় সকল অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা দূর করতে হবে;
- প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার হার রোধ করতে শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুলে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে;
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রমে স্থানীয় সরকারের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে হবে;
- শিক্ষাভাতা ও উপবৃত্তির ক্ষেত্রে অনিয়ম দূর করতে হবে।

সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান
Campaign for Good Governance

সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান- সুপ্র
৮/১৯, স্যার সৈয়দ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ ফোন: ৯১৪৫৬০০
ফ্যাক্স: ৮৮ ০২ ৯১৫৯৭৯০ ই-মেইল: info@supro.org ওয়েব: www.supro.org

৮ সেপ্টেম্বর ২০০৯, আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত